**ভিশন ও মিশন**

**সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:**

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, নড়িয়া, শরীয়তপুর কর্তৃক শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া সামগ্রী বিতরণ সহ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও শিক্ষক কর্মচারীদের এমপিও ভুক্তিকরণ কার্যক্রম চলমান। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সাথে ই-মেইল এর মাধ্যমে যোগাযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে। বিগত ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে মাধ্যমিক স্তরে ৫১২২০ জন, উচ্চ মাধ্যমি স্তরে ৪৫৫০ জন এবং স্নাতক পর্যয়ে ৯০৫জন ছাত্র/ছাত্রীর মাঝে উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়েছে। ৩৫৫ জন শিক্ষককে সৃজনশীল , জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, কারিকুলাম বাস্তবায়ন, পিবিএম বাস্তবায়ন, জিওবি প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন, হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা উপর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য জেলায় ও ঢকায় প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ কার্যালয়ের মাধ্যমে নড়িয়া উপজেলার ৩৭০ জন সহ শরীয়তপুর জেলার ১০৯০ জন শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ১৭ জন শিক্ষক ও ১ (এক) জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে মাষ্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ( ষষ্ঠ থেকে ৯ম) ও মাদ্রাসার (ইবতেদায়ী ১ম থেকে ৯ম ) ২০১৮ সালে ৩৪৮১৫৬টি, ২০১৯ সালে ৩৫৮৯০০টি, ২০২০ সালে ৩৫৯৪০০টি বই বিতরণ করা হয়েছে। ৩৪টি প্রতিষ্ঠানে ৪৬০ বার পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ২৩ প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস নিশ্চিত করা হয়েছে। ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারীদের ডিজিটাল হাজিরা এবং ক্লোজ-সার্কিট ক্যামরার আওতায় আনা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ও সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতায় সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া অনুষ্ঠান পরিচালনা, বিজ্ঞান মেলা, উন্নয়ন মেলা ও ডিজিটাল মেলা উদযাপন এবং জাতীয় দিবস সমূহ যথাযথ মর্যদার সাথে পালন করা হয়েছে।

**<u>সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জঃ</u>**

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে মানসম্পন্ন শিক্ষক, শিক্ষা সামগ্রী সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সকল শিক্ষককে আইসিটি সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জে এসসি/জেডিসি সমাপণী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শতভাগ শিক্ষার্থী ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থী ঝরে পড়া হ্রাসসহ শিক্ষার্থী - শিক্ষকের অনুপাত হ্রাস করা প্রয়োজন। মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি ল্যাব এবং শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবগুলো সচল রাখা, সর্বোচ্চ ব্যবহার, ড্যাশ-বোর্ডে এন্টি এবং বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শ্রেণি কক্ষ, সুপেয় পানির ব্যবস্থা এবং মানসম্মত টয়লেটের ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননের বিকাশে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি ও বিভিন্ন সৃজনশীল প্রতিযোগিতা আয়োজনের পাশাপাশি লাইব্রেরী ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।